32

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 08-AUG 1992 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 8

৩ শতাধিক সরকারী স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে

মোঃ আবদুর রহিম ।। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের স্বার্থের বেড়াজালে আটকা পড়ে ৩১৭টি সরকারী স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে।

১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

সরকারী স্কুলের শিক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দীর্ঘদিন যাবত সরকারী মাধ্যমিক স্কুল ও পরিদর্শন শাখায় প্রধান শিক্ষক/ শিক্ষিকা, সহকারী প্রধান শিক্ষক/ শিক্ষিকা এবং শিক্ষা কর্মকর্তার প্রায় ৪শ' পদ শূন্য পড়ে আছে। কিন্তু মাউশি অধিদপ্তরের অবহেলা, দায়িত্বহীনতা ও ভুল তথ্য দেয়ার কারণে উক্ত শূন্যপদসমূহ পূরণ হচ্ছে না। অথচ বহু যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাকে পদোন্নতি ছাড়াই অবসর গ্রহণ করতে হচ্ছে। মাউশি অধিদপ্তর প্রায় ২ বৎসর আগে ৮৫টি সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং ৭২টি সহকারী প্রধান শিক্ষিকার পদে পদোন্নতির জন্য যথাক্রমে ৩৩৫ জন সহকারী শিক্ষক ও ১৩৪ জন সহকারী শিক্ষিকার নামের তালিকা তথ্যসহ পিএসসিতে পাঠায়। কিন্তু তথ্যগত ভুলের দরুন মাত্র ৪৮ জন সহকারী শিক্ষক এবং ৩৯ জন সহকারী শিক্ষিকা সহকারী প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা পদে পদোন্নতির জন্য পিএসসি'র সুপারিশ লাভ করে। ৩৯টি সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং ২৮টি সহকারী প্রধান শিক্ষিকার মোট ৬৭টি পদ শূন্য থেকে যায়। বাদের তালিকায় বেশ কয়জন জ্যেষ্ঠও আছেন। যাদের অনেকে ইতিমধ্যেই অবসরে চলে গেছেন এবং যাচ্ছেন। পরবর্তীতে মাউশি অধিদপ্তরের অহেতুক গড়িমসির কারণে ১৮ মাসেও বাকীদের পদোন্নতি হয়নি। ততক্ষণে সহকারী প্রধান শিক্ষক/ শিক্ষিকার শূন্যপদের সংখ্যা ৬৭ থেকে উন্নীত হয়ে ১৫০ অতিক্রম করেছে।

মাউশির দায়িত্বহীনতা, কর্তব্যে অবহেলা ও স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে গড়িমসির কারণে ১৫০টি প্রধান শিক্ষক/ শিক্ষিকা, ১৫০টি সহকারী প্রধান শিক্ষক/ শিক্ষিকা, ৪০টি জেলা শিক্ষা অফিসার, ৩০টি সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার, ৩টি বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং ১টি উপ-পরিচালকের পদ শূন্য পড়ে আছে। পিএসসি'র সুপারিশ প্রাপ্তদের পদায়নের বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে বিলম্বিত করছেন।

বাংলাদেশ সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলামের সাথে এ বিষয়ে কথা হলে তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা শিক্ষার কথা ভাবেন না। তারা কেবল অর্থের পেছনে নিয়ে ব্যস্ত।